যুগান্তর

তারিখ 13 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

অঞ্জনা দে

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা আশীর্বাদ, না অভিশাপ?

দেশে প্রাথমিক স্তরে ১ম-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের চূড়ান্ত পর্ব প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০০৯ সালে শুরু হয়। এতে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে থাকে। দেশের নীতিনির্ধারকরা পূর্বনির্ধারিত ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতার ওপর চূড়ান্ত মূল্যায়ন চালু করেছেন। এ মূল্যায়নের প্রশ্ন কাঠামো ও নম্বর বিভাজনের দায়িত্ব পালন করে ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন (নেপ)। বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্য বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক থেকে একটি অনুচ্ছেদ ও পাঠ্যপুস্তকবহির্ভূত একটিসহ মোট দুটি অনুচ্ছেদের আলোকে প্রশ্নকর্তা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন, যা প্রশ্ন কাঠামোতে দেয়া থাকে। গণিত বিষয়ে ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৯নং প্রশ্ন যোগ্যতাভিত্তিক করা হয়েছে যার প্রতিটির 'অথবা' আছে। সমাপনী পরীক্ষার প্রতিটি বিষয়ের প্রশ্ন (যারা দেখেছেন) যে মানসম্মত এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন বলে মনে হয় না। এবার মৌলভীবাজার জেলার গণিত বিষয়ের প্রশ্নপত্রে (কোড নং ১১৩/১৯) ৩নং প্রশ্নের 'অথবা' এরকম ছিল— 'রায়হান সাহেব তার বাড়ির জন্য ৮টি ফ্যান ও ৪৫টি বাল্ব কিনলেন। প্রতিটি ফ্যানের মূল্য ৩১৫০ টাকা। (ক) রায়হান সাহেব কত টাকার ফ্যান কিনলেন? (খ) প্রতিটি বাল্বের ক্রয়মূল্য কত ছিল? (গ) রায়হান সাহেব যদি বাল্ব না কিনে সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে ফ্যান কিনতেন তবে তিনি কতটি ফ্যান কিনতে পারতেন?'

সমস্যাটির বর্ণনায় মোট মূল্য দেয়া না থাকায় কোনোভাবেই খ ও গ-এর সঠিক সমাধান করা সম্ভব নয়। আবার সিলেট জেলার ইংরেজি বিষয়ের প্রশ্নপত্রে পাঠ্যপুস্তক থেকে দেয়া অনুচ্ছেদের MCQ প্রশ্নের 1-এর (iii) নং প্রশ্নে Saikat is a... (a) Muslim, (b) Hindu, (c) Christian, (d) Buddhist দেয়া হয়েছে। অপশনগুলোতে এমন সূক্ষ্মভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বীজ বপণ করা হয়েছে যে, প্রাইমারি থেকে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে ধর্ম পরিচয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ, যা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে অনেক লেখা আমরা দেখেছি। দেশের শিক্ষাবিদরা শিশুদের কথা চিন্তা করে এদের অতিরিক্ত চাপ থেকে রেহাই দেয়ার জন্য পরীক্ষাটি বন্ধ করতে সরকারের কাছে বারবার দাবি জানানোর পরও আমরা দেখলাম এই পরীক্ষা বহাল রাখা হল।

আমাদের দেশে শিশুদের মনোজগতের গুরুত্বের চেয়ে পরীক্ষার গুরুত্ব বেশি। সমাপনী পরীক্ষা চালু থাকা তা-ই প্রমাণ করে। এত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের হাতে ভুল প্রশ্ন তুলে দেয়া হল। প্রশ্নকর্তা না হয় ভুল প্রশ্ন প্রণয়ন করলেন, কিন্তু পরে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করার পর চূড়ান্তভাবে প্রশ্ন মুদ্রিত হয়। এ ধাপগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তি যারা ছিলেন, তারাও পঙ্খানুপঙ্খ প্রতিটি প্রশ্ন দেখার প্রয়োজন অনুভব করেননি। অবশ্য এসব মামুলি বিষয়ে তাদের গুরুত্ব দেয়ার কথা না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আমরা ঢাকঢোল পিটিয়ে ৫ম শ্রেণীর শিশুদের সমাপনী পরীক্ষা নিচ্ছি। দেশ তথা সমগ্র বিশ্বকে জানান দিতে পারছি যে, আমরা শিক্ষায় কত এগিয়ে গেছি। অথচ শুধু ভুল প্রশ্নই নয়, পরীক্ষা চলাকালীন শিক্ষকরা বেমালুম নৈতিকতা, আদর্শবোধ ভুলে গিয়ে শিশুদের উত্তরপত্রে সঠিক উত্তরটি লেখানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এরপর রয়েছে উত্তরপত্র মূল্যায়নে নিয়োগকৃত পরীক্ষকদের উদারতা। অল্প-স্বল্প নম্বরের জন্য ৩৩-না পেলে কিংবা ৮৯ না পেলে সেখানেও কৌশলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সর্বশেষ উপজেলা শিক্ষা অফিসে রেজাল্ট ফাইনাল করার সময় চলে কম্পিউটারের কারসাজি। এ সবই বলতে গেলে ওপেন সিক্রেট। এতগুলো ধাপ অতিক্রম করে যখন ফল প্রকাশ করা হয় তখন দেখা যায় তা অসাধারণ। আমরা মিডিয়ায় দেখি বুক উঁচু করে ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে— শতকরা এত জন পাস করেছে, এত জন জিপিএ ফাইভ পেয়েছে। দেশের সাধারণ নাগরিক-অভিভাবক তখন খুশিতে টুইটম্বুর হয়ে যান। এসব কিছু কি শুভঙ্করের ফাঁকি নয়? এভাবে চলতে থাকলে জাতিকে ভবিষ্যতে আমরা কী উপহার দেব, তা ভাবার সময় এখনই। বাস্তবে শিশুদের অর্জনের সঙ্গে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফলাফলের মিল নেই। হল থেকে শুরু করে সর্বশেষ রেজাল্ট ফাইনাল করার কাজে কম্পিউটারের কারসাজির ঘটনা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষাকে প্রহসনে পরিণত করেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কোমলমতি শিশুদের কথা বিবেচনা করে তাদের এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে বাঁচানোর জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শুভবুদ্ধির উদয় হোক, এ প্রত্যাশা আমার। অন্যথায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা আশীর্বাদ না হয়ে জাতির জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে।

আমরা ঢাকঢোল পিটিয়ে ৫ম শ্রেণীর শিশুদের সমাপনী পরীক্ষা নিচ্ছি। দেশ তথা সমগ্র বিশ্বকে জানান দিতে পারছি যে, আমরা শিক্ষায় কত এগিয়ে গেছি। অথচ শুধু ভুল প্রশ্নই নয়, পরীক্ষা চলাকালীন শিক্ষকরা বেমালুম নৈতিকতা, আদর্শবোধ ভুলে গিয়ে শিশুদের উত্তরপত্রে সঠিক উত্তরটি লেখানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

অঞ্জনা দে : *প্রধান শিক্ষক, চিন্তাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুজানগর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার*